"কুড়িয়ে পাওয়া কিছু কথা"

–পদ্মপ্রকাশ উপাধ্যায়

দৈনন্দিন জীবনে আমরা কত কথা শুনি। কত কী দেখি। ভালমন্দ উপলব্ধি করি। উপযুক্ত স্থানে বিদ্রোহ, বিরক্তি, ভয়, নির্বিকার ভাব, আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এ নিয়েই "কুড়িয়ে পাওয়া কিছু কথা"-এর অবতারণা। আমি অতি বৃদ্ধ, অক্ষম, তাই পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলাম সমালোচনার ভার। অনেক ক্ষেত্রেই পাত্র পাত্রীর নাম জানিনা। তাই কাল্পনিক নামের সাহায্য নিয়েছি।

কথা - ১ ঃ- রেখা পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু স্কুলে যেতে গেলেই একটা ভয় তাকে আশ্রয় করে। মা-বাবার বকুনি চাইতেও ভয়ের আকার বড়। শেষ পর্যন্ত নানা ভাবে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে দশম শ্রেণীর রঞ্জিত এবং বিকাশ তাকে খারাপ খারাপ কথা বলে। একদিন জড়িয়েও ধরেছিল। লজ্জা এবং ভয়ে কাউকে বলতে পারছে না।

কথা - ২ ঃ- অনিকেত, হারান, বিদ্যুৎ-এরা সবাই একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। সবার পকেটেই মোবাইল ফোন আছে। একদিন ঐ শ্রেণীরই বিদিশাকে কাছে পেয়ে তাকে "দেখতো এই ছবিটা কেমন হয়েছে" বলায় বিদিশা উঁকি মেরে ছবিটা দেখেই "ছিঃ অসভ্য" বলে দৌড়ে পালায়। বন্ধু তিনজন হাসতে থাকে।

কথা - ৩ ঃ- ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে কয়েকজন ছেলে মেয়ে একত্র হয়ে একটা মণ্ডপ বানিয়ে পূজোর আয়োজন করে। সবাই স্কুলের পড়ুয়া। কিন্তু আট-দশ দিন ধরে রাত ৯টা পর্যন্ত তরেস্বরে হিন্দিগান, উদ্দাম নৃত্য ছাড়া বিশেষ কোনও কাজ হয় নি। এই ক'দিন বই-এর সাথে সম্পর্ক কারোরই ছিল না। এরা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় কিন্তু অভিভাবকদের দৃষ্টিই নেই।

কথা - ৪ ঃ- বাপ্টু চিনি আনতে গেছে দোকানে। গলি রাস্তা দিয়ে বাড়ী যাবার সময় সে দেখে পুকুর পাড়ে এক বাড়ীর দুই ছোট ভাইবোন দৌড়াদৌড়ী করছে। হঠাৎই পা পিছলে ছোট ভাইটি পুকুরে পড়ে যায়। হাত থেকে চিনির পোটলা ফেলে বাপ্টু জলে ঝাপ দেয়। ততক্ষণে বোনের চিৎকারে সবাই পুকুর পাড়ে এসেছে। বাপ্টু ছোট ছেলেটিকে জল থেকে তুলতে সক্ষম হয়। সবাই "ভাল ছেলে", "সাহসী ছেলে" বলে বাহ্বা দেয়, ধন্যবাদ দেয়। বাপ্টু লাজুক হেসে চিনির পোটলা নিয়ে বাড়ী চলে যায়।

কথা - ৫ ঃ- পবিত্র দাস। দিন মজুর। তিন জন শ্রমিক মিলে একটা ঘরের উপর টিন লাগাচ্ছে। গানও গাইছে। বাড়ীর কর্তা দাড়িয়ে কাজ দেখছেন। হঠাৎ একজন মজুর অসাবধানতা বশতঃ উপর থেকে পড়ে যায়। পবিত্র এবং অন্য সঙ্গী মজুর দ্রুত নেমে আসে। টিনে লেগে তৃতীয় মজুরের পা ভালই কেটেছে। পবিত্র এবং অন্য সঙ্গী তৎক্ষণাৎ আহত জনকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেষ্টা করতে থাকে এবং সৌভাগ্যবশতঃ একটা টুক্‌টুক্ পেয়ে আহতকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বাড়ীর কর্তাও হাসপাতালে আসেন। তিনি যেমন ঔষধগুলি কিনে দেন তেমনি ৩ জন শ্রমিকের সারা দিনের কাজের টাকাও মিটিয়ে দেন। ঘোষণা করেন যে, আরো যা খরচ লাগবে তা তিনিই বহন করবেন।

আমার কথা ঃ- আমাদের সমাজে বাপ্টু, পবিত্র, বাড়ীর কর্তা - এদের মত মানুষের বড়ই

অভাব। অপরদিকে বর্তমান ছাত্র সমাজ অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কোনও সাবধানতা নেই, শাসন নেই। মোবাইল ফোন আজ পকেটে পকেটে ঘুরে। কিন্তু তার ব্যবহার কি ভাবে হচ্ছে, তা দেখার মতো মানসিকতা কোনও অভিভাবকের নেই। রঞ্জিত, বিকাশ, অনিকেত, হারান এবং বিদ্যুতের মতো ছেলেমেয়েদেরকে কে শাসন করবে ? কারণ এরা উদ্ধত এবং মানসিক বিকার গ্রস্ত। পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, সমাজ সঠিক ভাবে গড়ার ভার যুবক-যুবতীদের কাঁধে। বয়োবৃদ্ধরা অক্ষম হলেও উপদেশ দিতে ও সঠিক পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম। প্রয়োজন শুধু একে অন্যের সাথে মিলিত হওয়া। শুধু মিছিল করে এবং ভাষণ দিয়ে সমাজের অবক্ষয় রোধ করা যাবে না। চাই সঠিক পদক্ষেপ।

ঘটনা ঃ- লেখা শেষ করার পরদিন আমার অতি পরিচিত এক ব্যক্তি আমার বাড়ীতে আসেন। তাঁকে লেখাটি দেখিয়েছিলাম। তিনি লেখাটি পড়ে প্রথম ৩টি "কথা" বাদ দিয়ে দিতে বলেন। কারণ এতে নাকি "ওরা" ক্ষেপে গিয়ে হামলা করতে পারে। দরকার কী ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর। আজকালকার ছেলেমেয়েরা এমনিতেই উচ্ছন্নে যাচ্ছে। দেশটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর শাসনের জন্য শিক্ষকরা আছেন, পুলিশ আছে, কোর্ট আছে। রাজনৈতিক দল আছে। আমার নাকি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। সুতরাং আমার মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। পাঠক পাঠিকাদের উপর সবটা ছেড়ে দিলাম।